ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপন্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বহুঅংশেই নির্ভর করে দেশের কৃষিক্ষেত্রের উপর এবং প্রায় ৫৫-৬০ ভাগ লোক তাদের জীবিকা নির্বাহ করে কৃষি কাজ ও কৃষি ব্যবসার উপর।এই কৃষি ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে জীবিকা গড়ে উঠেছে, দারিদ্রতা দূর হচ্ছে, পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় গূরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে অনেক ফলমূল শাকসবজি উৎপাদন হলেও সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরন ও বাজারজাতকরনের অভাবে তা পুরোপুরি অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে না। তাছাড়াও প্রায় অধিকাংশ কৃষিজাত পন্য উৎপাদিত পন্য সময়ভিত্তিক হওয়ায় সারাবছর এসব পণ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ ধরনের পন্য সংরক্ষন জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কাঁঠাল, কলা ও টমেটো উৎপাদন যেভাবে বেড়েছে যেভাবে বেড়েছে সেভাবে দেশে এসব ফসলের ভ্যালু অ্যাডেট করা সম্ভব হয় নাই বরং হলেও তা সীমিত আকারে চলমান রয়েছে। উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে বগুড়া ও ঢাকার কাছাকাছি গাজীপুর এসব ফসলের চাষাবাদ হলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। এর উন্যতম কারণ তারা সরাসরি কাচা/ পাকা অবস্থায় ফরিয়া/মধ্যভোগীর কাছে বিক্রি করছে। এসব কৃষক এসব পন্যের যথাযথ করছে। এসব কৃষক এসব পন্যের যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ সর্ম্পকে ধারণা না থাকায় ন্যয্য মূল্য যেমন পাচ্ছে না তেমন তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।বর্তমান অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত ও খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা মাধ্যমে তুলে এসব কৃষকদের দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে মডেল গড়ে তুলতে হবে এবং তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমত ট্রেসবিলিটি ম্যানেজমেন্ট ও নিরাপদ ফসল উৎপাদন করতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং পরবর্তীতে এসব ফসল থেকে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি সম্মৃদ্র খাদ্য তৈরী করে সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনায় ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে হবে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ভূটান সার্কভূক্ত আটটি দেশের এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের পক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তা বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের সার্বিক পরামর্শ ও সমন্বয়নকারী হিসেবে সার্ক কৃষি কেন্দ্র, ঢাকা কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ কাল ৮ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ০৭ অক্টোবর, ২০২০ সাল এবং প্রকল্পটির মোট অথায়ন ইউএস ডলার ২১২,০৫৪.০০ যার মধ্যে এসডিএফ গ্রান্ট ইউএস ডলার ১৮৪,৩১৪.০০ এবং ইন-কাইন্ড ফান্ড হিসেবে ইউএস ডলার ২৭,৭৪০.০০ এর সমুদয় সার্পোট দিবে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

প্রকল্প এলাকা

বাংলাদেশের ০২টি জেলায় এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে :

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকা (১): বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার কালশিমাটি, রামনগর ও কানুপুর গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকবৃন্দ এবং বগুড়া জেলার শাহাজাহানপুর উপজেলা আমরুল গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকবৃন্দ ।

(খ) উপ-প্রকল্প এলাকা (২): গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার পাবুর, ধরপাড়া, ধলিসূতা চাঁনদুন ও বেপারি বাড়ি গ্রামে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকবৃন্দ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় ছোট ছোট প্রসেসিং প্লান্টের ও মেশিনাবিজের উৎপাদিত পন্যের দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নত বাজার জাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপঃ

(১) ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়ন করা।
(২) গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও কৃষপণ্য ব্যবসার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি।
(৩) কৃষিজাত পন্যের সঠিক দাম ও মূল্য সংযোজনের ব্যবস্থাকরণ ও স্থানীয় উৎপাদিত পন্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ

প্রকল্পের সুবিধাভোগী: প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসারে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকা (১): বগুড়া জেলার শেরপুর ও শাহজাহানপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক বৃন্দ (নারী ও পুরুষ) ।

- ✓ সরাসরি উপকারভোগী: ৫০ কৃষক পরিবার (নারী ও পুরুষ), পরোক্ষভাবে উপকারভোগী: ৫০০ কৃষক (নারী-২৫%- পুরুষ ৭৫%) পরিবার

(খ) উপ-প্রকল্প এলাকা (২): গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক।

- ✓ সরাসরি উপকারভোগী: ৫০ কৃষক পরিবার ও পরোক্ষভাবে উপকারভোগী: ৫০০ কৃষক (নারী-২৫%- পুরুষ ৭৫%) পরিবার।

প্রকল্পের মূল র্কমকান্ড :

নির্বাচিত ১০০ জন সুফলভোগী সদস্যদের ০৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে ২৫ জনের একটি কৃষক উৎপাদনকারী দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে ০২ বছর যুক্ত থাকবে এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

উপ-প্রকল্প এলাকা- (১): এই প্রকল্পের ০২টি গ্রুপ যথাক্রমে কানুপুর কৃষক উৎপাদনকারী দল (২৫জন) ও কালশিমাটি কৃষক উৎপাদনকারী দল কলা ও কাঁঠাল চাষ করবে এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে এই ০২ দল সরাসরি উৎপাদিত পন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার এপিএম ইউনিটের পাশে স্থাপিত এই প্রকল্পের আওতায় এসব পন্যের প্রসেসিং প্রিজারভেশন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা ও যুক্ত থাকবে। উৎপাদনকারী দল প্রক্রিয়াজাতকরণ দলের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকবে। প্রক্রিয়াজাতকরণ দল এই সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং বাজারজাতকরণের সাথে যুক্ত থাকবে।

উপ-প্রকল্প এলাকা (২): গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ০৪-০৫ টি গ্রামের ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে ০২টি কৃষক উৎপাদন কারী দল রয়েছে। কৃষক উৎপাদনকারী দল যারা সরাসরি টমেটো উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকবে এবং এ থেকে বিভিন্ন নিরাপদ ও পুষ্টিকর পন্য উৎপাদন ও বাজারজাত করবে। তাই দুটি দলের উৎপাদিত টমেটো প্রকল্প থেকে প্রতিষ্ঠিত প্রসেসিং প্লান্টে প্রক্রিয়াজাতকরণ করবে এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন ঘটাবে। এসব বিষয়ে বিশেষ করে প্রসেসিং প্লান্ট মেশিনারিজ, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, ফার্ম বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের আউটপুট, আউটকাম ও ইমপ্যাক্ট :

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২টি প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন হচ্ছে, পাশাপাশি তিনটি ফসল (টমেটো, কাঁঠাল ও কলা) এর চাষাবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং এসব পন্য থেকে উৎপাদিত টমেটো সস, কাঠালের চিপস, জেলী, পাউডার এবং কলার চিপস্ পুষ্টিকর পন্য হিসেবে বাজারজাত করা হবে।
- এছাড়াও প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা এসব আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ও প্রশিক্ষিত হবে এবং সেসব অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জড়িত কৃষকগণ উপকৃত হবে।
- কৃষক ও উৎপাদনকারী দলের সাথে সরাসরি মার্কেটের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ন্যায্য দাম নিশ্চিত হবে। এছাড়াও তারা একক/যৌথভাবে এগ্রি-বিজনেজ শুরু করতে পারবে।
- উপকারভোগীদের মধ্যে কমপক্ষে ৭৫% নতুন টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমান বৃদ্ধি করবে এবং তাদের ১৫% আয় বৃদ্ধি হবে। এছাড়াও পোস্ট হারভেষ্ট লস ১০% কমে যাবে।
- নারী উপকারভোগীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষিত হবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ০৪টি দল নিজেরাই কমিউনিটি ভিত্তিক এগ্রিবিজনেজ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতিতে তারা ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় দারিদ্র সীমা থেকে বেরিয়ে আসবে।

মোঃ আব্দুল আলিম
সহকারী পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া-৫৮৪২।
ও
প্রকল্প পরিচালক (SDF)
মোবাইলঃ ০১৭০৩৫৩৯০০৬
ই-মেইলঃ alim.08017@gmail.com